শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস-২০১৫

সভাপতি - মো: শাহাবুদ্দিন খান

জেলা প্রশাসক

জামালপুর

ভাষার সংখ্যা

- পৃথিবীতে মোট ভাষার সংখ্যা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় তবে জাতিসংঘের একটি প্রকাশনায় বলা হয়েছে পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০ বা তাঁর বেশী ভাষা আছে।সবচেয়ে জটিল বা কঠিন ভাষা হিসেবে চীনের ম্যান্ডারিন ভাষা এবং আফগানিস্থানের পশতু ভাষার স্থান সবার আগে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ভাষার নাম ১- ম্যান্দেরিয়ান (১বিলিয়ন) ২- ইংলিশ (৫০৮ মিলিয়ন) ৩- হিন্দি (৪৯৭ মিলিয়ন) ৪- স্পেনিশ (৩৯২ মিলিয়ন) ৫- রাশিয়ান (২৭৭ মিলিয়ন) ৬- আরবি (২৪৬ মিলিয়ন) ৭- বাংলা (২১১মিলিয়ন) ৮- পর্তুগীজ (১৯১ মিলিয়ন) ৯- মালেয়ান- ইন্দোনেশিয়ান (১৫৯ মিলিয়ন) ১০- ফ্রান্স (১২৯ মিলিয়ন)। আর হ্যাঁ ভাষার জন্য প্রান শুধু বাংলাদেশের বাঙ্গালীরাই দিয়েছে। পৃথিবীর আর কোন ভাষার মানুষের এই গর্ব নেই।

দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

- দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সর্ম্পকে বলা যায়, এখন হতে আগামিতে এই বিশ্বে যারাই কোন ভাষা বা ঐতিহ্যের প্রতি কোন প্রকার বিরুপ আচরন করবে বা করার চিন্তার করবে -তার আগে একশ বার ভাববে তার পরিনতির কথা। আর্ন্তজাতিক মাতৃ ভাষা দিবস প্রতি বছর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এই দিবস পৃথিবীর সকল ভাষার সুরক্ষার জন্য উদাহরন স্বরুপ, যা একটি ওয়াচ ডগ হিসেবে কাজ করছে। কারন কেহ কোন ভাষার প্রতি মানুষের প্রতি জুলুম করে যে পার পাবেনা এই দিন আমাদের সেটাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

যেভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

- সইমু না আর সইমু না, অন্য কথা কইমু না/ যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান...। মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার প্রশ্নে পুরো বাঙালি জাতি এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। যে কোনো জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সেই জাতির মাতৃভাষা। তেমনি বাঙালি জাতির দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বাংলা ভাষা। কিন্তু সেই ভাষা কেড়ে নিয়ে পাকিস্তানি শাসক শ্রেণী বাংলার পরিবর্তে উর্দু চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়। পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি বাঙালির বীর সন্তানরা। তাই তারা গর্জে উঠেছিল। বছর ঘুরে আবার এলো রক্তঝরা ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষাকে রক্ষা করেন। মায়ের ভাষা কেড়ে নেয়ার ওই সংগ্রামে সেদিন ছাত্র-জনতা একসঙ্গে রাজপথে নেমে পড়েন। পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষা নিয়ে এমন আন্দোলন আর কোথাও হয়নি। ভাষার প্রশ্নে জেগে ওঠে পুরো বাঙালি জাতি। যার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সূচিত হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় এবং এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। এ মাসেই ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়ার বিরল ইতিহাস রচিত করেছিল বাঙালির আপোষহীন বীরেরা। আর সেই থেকেই ফেব্রুয়ারি মাসকে ভাষার মাস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। আজ ১ ফেব্রুয়ারি। ভাষার মাসের প্রথম দিন। তাই প্রাণে বাজতে শুরু করবে সেই বেদনা-আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি...। অমর একুশের চেতনার রঙে সাজতে শুরু করবে বাংলা। ভাষার মাস ঘিরে নতুন জাগরণের সৃষ্টি হবে।

যেভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস দেখলে দেখা যায়, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে নামেন। ভাষার দাবি চিরতরে স্তব্ধ করতে বর্ব রপুলিশ তাদের ওপর গুলি চালাতেও দ্বিধা করে না। ফলে ঘটনাস্থলেই আবুল বরকত, আবদুল জব্বার ও আবদুস সালাম, শফিক, রফিকসহ নাম না জানা অনেক ছাত্র-যুবা শহীদ হন। ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হন। ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি আবারো রাজপথে নেমে আসেন। তারা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজায় অংশ নেন। স্বজন হারানোর স্মৃতি অমর করে রাখতে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে স্মৃতিস্তম্ভ। ২৬ ফেব্রুয়ারি এটি গুঁড়িয়ে দেয় পাক বাহিনী। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরো বেগবান হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্ব াচনেযুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। ৯ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ঐক্য ও জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানি শাসকের শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে বাঙালিরা। স্বাধীনতা পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের কাছে কানাডা প্রবাসী দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোতে পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

মাতৃভাষার ধর্মীয় প্রভাব

- ভাষার জন্য বলা যায় মানুষ আজ সভ্য আজ এত উন্নত এবং সৃস্টির সেরা জীব। ভাষাই মানুষকে দিয়েছে মনের ভাব প্রকাশ করার, ভাল মন্দ প্রকাশ করার শক্তি যা আমাদের করেছে সামাজিক এবং সেই সাথে করেছে একে অন্যয়ের সহায়ক। মা, মাতৃভাষার সাথে নাড়ির টান ও সর্ম্পক অবিচ্ছেদ্য। মানুষের চিন্তা চেতনা ও মনের ভাব প্রকাশের সর্বে াত্তমউপায় হলো মাতৃ ভাষার মাধ্যমে। তাই মাতৃভাষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। মানুষের জন্য ভাষা আল্লাহর পক্ষ হতে নিয়ামত স্বরুপ। আল্লাহ সুরা আর রহমানে বলেন, "আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেনভাষা ।
  আল্লাহ মানুষকে হেদায়াতের জন্য অনেক নবী রাসুল পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বা জাতির কাছে । সেই সকল নবী রাসুল গন তাদের জাতির কাছে আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে।সুরা ইবরাহিমে আল্লাহ বলেন

" আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথঃভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শ ন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। “আর আমাদের পবিত্র কোরআনও নাযীল হয় আমাদের মহানবী রাসুল (সঃ) এর কাছে ওনার মাতৃভাষায়।

ভাষার ভিন্নতাই হচ্ছে আল্লাহর মহিমা/মর্য াদা/গৌরব/ঐশ্বর্য ৩০) সূরা আর-রূম আয়াত নং ২২ এ আল্লাহ বলেন "তাঁর আর ও এক নিদর্শ ন হচ্ছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণে রবৈচিত্র। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শ নাবলীরয়েছে।"

ধন্যবাদ